দৈনিক ইনকিলাব

117

তারিখ 18 FEB 1987

পৃষ্ঠা ৮

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

মিঠামন

মিঠামন (কিশোরগঞ্জ), ১৭ ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।— এ মিঠামনই কিশোরগঞ্জ জেলা সদর থেকে ৩৮ মাইল দূরে সবচেয়ে অনুন্নত আর অবহেলিত একটি উপজেলার নাম। ৪১ হাজার ২শ' ৫২ জন পুরুষ আর ৪০ হাজার ২শ' ৪৯ জন মহিলা অধ্যুষিত এ উপজেলার সীমানা উত্তরে ইটনা, দক্ষিণে অষ্ট্রগ্রাম, পূর্বে হবিগঞ্জ এবং পশ্চিমে, করিমগঞ্জ উপজেলা। ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ উপজেলা।

যোগাযোগ

প্রত্যন্ত হাওড় অঞ্চলে অবস্থিত এ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। আর অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুনই উপজেলার সার্বিক উন্নতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলার সমগ্র অঞ্চলে কোথাও কোন পাকা রাস্তা নেই। বলতে গেলে এখনো এ উপজেলা সেকেলে রয়ে গেছে। রিক্সা, বেবী, বাস, ট্রাক, ট্রেন ও মোটর দেখা ও চড়ার ভাগ্য উপজেলাবাসীদের আজও হয়নি। এখানে কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ৮৭ মাইল, যার সবটাই বর্ষাকালে অথৈ জলে নিমজ্জিত হয়ে যায়। সাধারণতঃ নদী পথেই বেশীর ভাগ যাতায়াত করতে হয়। এখানে ৬টি নদ-নদী রয়েছে। নদী পথ ৪০ মাইল।

চিকিৎসা

এখানে সুচিকিৎসা তথা আত্মরক্ষামূলক কোন আধুনিক হাসপাতাল নেই। সদরে অবস্থিত একটি গ্রামীণ ছোট্ট ডিসপেন্সারীতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থায় কোন রকমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃষি

এই এলাকায় একমাত্র ফসল ধান। পলি বিধৌত উর্বর ভূমিতে উৎপাদিত ধান নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলে রফতানী করে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা ও সেচের মাধ্যমে অধিকতর ফসল উৎপাদনের জোর প্রচেষ্টা চলছে। অত্র এলাকায় কোন প্রকার ক্ষুদ্রায়তন বা বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। এ অঞ্চলের আরেক অর্থকরী ফসল মাছ। উপজেলার ৯৫ % লোক কৃষক। কৃষিকার্য করে, তারা জীবিকা নির্বাহ করে। উপজেলার মোট জমির পরিমাণ ৪৭ হাজার ১শ' ৫০ একর। তন্মধ্যে ৪২ হাজার ৭শ' একর জমি চাষাবাদের যোগ্য বাকী ৪ হাজার ৪শ' ৫০ একর জমি অনাবাদী। ধান, আলু ও বাদাম এখানকার প্রধান উৎপাদিত ফসল। এছাড়াও সামান্য গম, মরিচ, পাট ও তামাক জন্মে।

শিক্ষা

এখানে ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৫টি দাখিল ও ৩৩টি এবতেদায়ী (স্বতন্ত্র) মাদ্রাসা এবং ৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে এ উপজেলার শিক্ষা কর্মকাণ্ড চলছে। তাও বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণাদির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষকগণ নিয়মিত বেতন পাচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের তুলনায় এখানে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। উপরন্তু আলীম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা এবং সমমানের কোন কলেজ না থাকায় অনেক গরীব মেধাবী ছাত্রদের দাখিল এবং এস, এস, সি পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হচ্ছে। এবং উচ্চ শিক্ষালাভ থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে।